গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং : ৭জি-৫৫৩(ক-৩)/০৬(অংশ-১)/ ১২২৬(৫)   তারিখ : ৩০/০৮/২০২১ খ্রি.

বিষয় : ঢাকা জেলার মিরপুর কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো: গোলাম ওয়াদুদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাত, অনিয়ম ও অপকর্মের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এম.পি.ও স্থায়ীভাবে বাতিলকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : (১) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নম্বর : ০৩.৩৭.০০০০.০৭৪.৪৮.০০৩.২১-১০৪(৩); তারিখ : ০৩ জুন, ২০২১ খ্রি.
(২) পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর : ৩৭.১৯.০০০০.০০৬.১৬.০২৮.২১.৩২ তারিখ : ৩০ জুন ২০২১
(৩) স্মারক নম্বর : ৩৭.০০.০০০০.৬৯.০০১.২০২০(অংশ-২)-১১১ তারিখ : ৮ আগস্ট ২০২১ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা জেলার মিরপুর কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো: গোলাম ওয়াদুদ এর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাত, অনিয়ম ও অপকর্মের অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় এমপিও বাতিলসহ স্টপ-পেমেন্টের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ৩ নং সূত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রমাণিত অভিযোগসমূহ নিম্নরূপ :
(১) নিয়ম বহির্ভূতভাবে জনাব মো: গোলাম ওয়াদুদকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করার অভিযোগ প্রমাণিত। ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ এর প্রণীত মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত নীতিমালা বহির্ভূতভাবে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করায় অধ্যক্ষের নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি;
(২) অধ্যক্ষের নিজের নামে ৩টি ফ্ল্যাট থাকার অভিযোগ প্রমাণিত।
(৩) অধ্যক্ষের নামে ডাকঘর ও শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ থাকার অভিযোগ প্রমাণিত।
(৪) কলেজ তহবিল থেকে অধ্যক্ষ নগদ ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা গ্রহণ করেন। যা আত্মসাৎ হিসেবে গন্য।
(৫) কলেজ তহবিল থেকে অধ্যক্ষ নগদ ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকা গ্রহণ করেন। যা আত্মসাৎ হিসেবে গন্য।
(৬) ২০১৮ সালে কলেজ তহবিলের ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা হিসাবরক্ষক লরেন্স পলাশের নিকট থেকে অধ্যক্ষ গ্রহণ করেন। যা আত্মসাৎ হিসেবে গন্য।
(৭) বিধি বহির্ভূতভাবে প্রদানকৃত পারিতোষিকের ১২,৩৩,৭৫০/-(বার লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা আদায়যোগ্য।
(৮) নির্মাণখাতে ব্যয়িত ৬,৮০,০০০/-(ছয় লক্ষ আশি হাজার) টাকা ভাউচার গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় তা আত্মসাৎ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।
(৯) নির্মান ও উন্নয়ন খাতে ৫৮,৩২,০৫৮/-(আটান্ন লক্ষ বত্রিশ হাজার আটান্ন) টাকা নির্মাণ ব্যয় ভাউচার অভিযোগ সম্পর্কে প্রামাণ্য রেকর্ডপত্র পাওয়া যায়নি।
(১০) লিপি ফার্ণিচার মার্টকে ১৭,৪০,০০০/-(সতের লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বিলটি চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়নি।
(১১) দুইজন হিসাবরক্ষকের সম্মানী বাবদ প্রদানকৃত ১৬,০০০/- টাকা আদায়যোগ্য।
(১২) টি-২০ বিশ্বকাপ এর ব্যয়ের ৭৩৭০(সাত হাজার তিনশত সত্তর) টাকার ভাউচার নেই বিদায় আত্মসাৎ হিসেবে গন্য।
(১৩) বিধি বহির্ভূতভাবে ১০,১৭,০৫০/-(দশ লক্ষ সতের হাজার পঞ্চাশ) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
(১৪) কলেজ কর্তৃক দখলকৃত সরকারি স্থাপনায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি বিহীন ২,৯৬,৬১৫/-(দুই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার ছয়শত পনের) টাকা ব্যয় গ্রহণযোগ্য নয়।
(১৫) বিধি বর্হির্ভূতভাবে ১৯,৮০,০০০/-(উনিশ লক্ষ আশি হাজার) টাকার ফার্ণিচার তৈরীর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
(১৬) ১৫,০৪,০০০/-(পনের লক্ষ চার হাজার) টাকা আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য।
(১৭) শিক্ষা সফরে ব্যয়িত টাকার মধ্যে ৬,৪৫,২৫৫/-(ছয় লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার দুইশত পঞ্চান্ন) টাকা আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য;
(১৮) মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গি বিরোধী ৩১/০৩/২০১৮ তারিখে পথসভায় ব্যয়িত ১৮,৪৯,৩২০/-(আঠার লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার তিনশত বিশ) টাকা গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা আত্মসাৎ এর সামিল।
(১৯) শান্তি পতাকা বাবদ ব্যয়িত ১,৭৫,০০০/-(এক লক্ষ পচাত্তর হাজার) টাকা বিধি মোতাবেক ব্যয় করা হয়নি।
(২০) কলেজ কর্তৃপক্ষের আয়োজনে ১৩/১/২০২০ বই বিতরণ সমাবেশে ব্যয়িত ৩,৯৪,৭২৫/-(তিন লক্ষ চুরানব্বই হাজার সাতশত পঁচিশ) টাকার ভাউচার সন্দেহজনক।
(২১) প্রশংসাপত্র প্রদানকালে রশিদের মাধ্যমে টাকা আদায় করা হয় না এবং টাকা প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করা হয় না।
(২২) ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন বই বিক্রি করা হয় ২৫/- টাকা করে। উক্ত টাকার রশিদ প্রদান করা হয় না।
(২৩) কোচিং ফি এর টাকা রশিদ বিহীন আদায় করা হয়।
(২৪) কলেজের আদায়কৃত টাকার মধ্যে সকল আয় ব্যাংকে জমা করা হয় না।
(২৫) কলেজের ব্যয়িত ২৪,২৫,৯৩,৯৮৩/-(চব্বিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার নয়শত তিরাশি) টাকা হাতে নগদ রেখে ব্যয় করা হয়েছে।

(E-File)-.Delwar-F.c

(২৬) ক্যাশি বহির আয়ের সাথে আদায় রেজিস্টারে উল্লিখিত আয়ের মধ্যে ৫,৬৬,০৬,৩৫৭/-(পাঁচ কোটি ছিষট্টি হাজার তিনশত সাতান্ন) টাকার গরমিল রয়েছে।

(২৭) জিবির শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য পদে ব্যালটে নির্বাচন করা হয় না।

(২৮) শিক্ষার্থীদের পোষক তৈরী বাবদ ৯,৯৩,৬০০/-(নয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শত) টাকা আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য।

(২৯) শিক্ষক নিবন্ধন সনদ ব্যতিত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

(৩০) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয়-ব্যয় গভর্নিং বডির সভায় অনুমোদন করা হয় না।

(৩২) জুলাই ২০১৯ থেকে তদন্ত তারিখ পর্যন্ত কলামনার ক্যাশ বহিতে আয়-ব্যয় হিসাব এন্ট্রি করা হয় না।

(৩৩) কলেজ উন্নয়নখাতে উপকমিটিকে সম্মানী বাবদ ১২,৩৩,৭৫০/-(বার লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে বয় করা হয়েছে।

(৩৩) ভ্যাট বাবদ ৪৫,৪৮,২১৮/-(পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার দুইশত আঠার) টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য। তা তদন্ত তারিখ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

(৩৪) আয়কর বাবদ ১০,৯০,৫৭৬/-(দশ লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশত ছিয়াত্তর) টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য। যা তদন্ত তারিখ পর্যন্ত সরকারি কোষাগারে ফেরত দেয়া হয়নি।

এমতাবস্থায়, ঢাকা জেলার মিরপুর কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো: গোলাম ওয়াদুদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাত, অনিয়ম ও অপকর্মের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক আপনার এম.পি.ও কেন স্থায়ীভাবে বাতিল করা হবে না এ বিষয়ে পত্র প্রাপ্তির ০৭(সাত) মধ্যে ব্যাখ্যা দাখিল করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

17.8.21

(মো. আবদুল কাদের)
সহকারী পরিচালক(কলেজ-৩)
ফোন নং ৯৫৫৬০৫৭

জনাব মো: গোলাম ওয়াদুদ
অধ্যক্ষ
মিরপুর কলেজ, ঢাকা;

বিতরণ(সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে) :

(১) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
(২) পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা;
(৩) সভাপতি,গভর্নিং বডি, মিরপুর কলেজ, ঢাকা;
(৪) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ইএমআইএস সেল,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা(আগস্ট,২০২১ মাস থেকে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য অনুরোধ করা হলো)
(৫) সংরক্ষণ নথি।